দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম ... 3 ...

নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীর অবস্থান

জিডিপি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম হইলেও বাংলাদেশে স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতির হার বিশ্বে সবচাইতে বেশি। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বক্তৃতায় উৎসাহব্যঞ্জক এই তথ্যটি প্রকাশ করেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি ইহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া এই নোবেল লরিয়েট তাঁহার বক্তৃতায় ইঙ্গিত করেন। সে যাহাই হউক না কেন, বাস্তবিক পক্ষেই বাংলাদেশে মেয়েরা যে অগ্রসরতার দৃষ্টিগ্রাহ্য ধাপ ইতিমধ্যেই অতিক্রম করিয়াছে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রাইমারি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহেও এখন ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা মোটেও কম নহে। মেয়ে শিক্ষার্থীর আধিক্যের কারণেই প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই একালে সহশিক্ষা চালু রহিয়াছে। শহরাঞ্চলে একই স্কুলে আলাদা আলাদা শিফটে ছেলে ও মেয়েদের পড়ানো হয়। এসএসসি ও এইচএসসির মত পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলেও দেখা যায়, আমাদের মেয়েরা ছেলেদের সমভিব্যাহারে আগাইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলেও দেখা যায় মেয়েদের পাসের হার ছেলেদের তুলনায় বেশি। শিক্ষাঙ্গনে যেমন, তেমনই কর্মক্ষেত্রেও এইকালে মেয়েদের মুখর ও সফল পদচারণা কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মহিলাদের অবদান এখন পুরুষের তুলনায় মোটেও কম নয়। এমন কোনো পেশা নাই, যেখানে আমাদের নারী সমাজ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখিয়া না যাইতেছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ইতিমধ্যেই যে অর্জিত হইয়াছে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

বাংলাদেশের নারীর এহেন অগ্রসরমানতার বিপরীতে নারী নির্যাতনের যেই চিত্রটি পাওয়া যায়, তাহা সত্যিই বেদনাদায়ক। পত্রিকার পাতা খুলিলে প্রতিদিনই দেখিতে পাওয়া যায় নারীর উপর শারীরিক নির্যাতন এবং তাহাদের বঞ্চনার বিচিত্র সংবাদ। মেয়েশিশু হইতে শুরু করিয়া বয়ঃবৃদ্ধা পর্যন্ত নানাভাবে নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হইতেছেন। নিরক্ষর দরিদ্র সমাজের মেয়েরা যেমন নির্যাতনের শিকার হইতেছেন, তেমনই নির্যাতন-নিবর্তনের শিকার হইতেছেন শিক্ষিত সুশীল সমাজের নারীরাও। পারিবারিক সহিংসতার শিকার হইয়া নারীর জীবনহানি ঘটিতেছে। পরিবারের বাইরে, এমনকি কর্মস্থলে নারী অনেক ক্ষেত্রে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার। নারী নির্যাতন রোধকল্পে কঠোর আইন হইয়াছে। বহু ক্ষেত্রে নিবর্তকদের শাস্তিও হইতেছে। নারী নির্যাতনের বিপক্ষে দল-মত, শ্রেণী-পেশা নির্বিশেষে সকলেই সোচ্চার। বিষয়টি লইয়া বিশেষভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে বহু এনজিও। তাহা সত্ত্বেও, নারী নির্যাতনের প্রবণতা বাড়িয়াছে বৈ কমিবার আলামত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু কেন এবং সত্যিকার অর্থেই ইহার প্রতিকার কোথায় নিহিত রহিয়াছে, তাহাই আজকে এক গুরুতর প্রশ্ন হইয়া দেখা দিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে সমাজচিন্তক এবং মনোবিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, চিন্তা ও জীবনাচরণে এমন কিছু বিষয় চলিয়া আসিয়াছে, সেইগুলি পারিবারিক বন্ধন, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহ-মমতার জায়গাসমূহে ফাটল ধরাইয়াছে। ধর্মীয় অনুশাসনে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক এবং জীবনচর্চার যেই নির্দেশনা রহিয়াছে, তাহা হইতে সরিয়া যাইবার কারণে দেখা দিয়াছে অবিশ্বাস ও বিশৃঙ্খলা, যাহা শেষ পর্যন্ত সংঘাতপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাহারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে নারী-নির্যাতন তথা নারীর উপর সহিংসতার মধ্য দিয়া। এমতাবস্থায় প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যদি নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে পারিবারিক বন্ধন এবং যাবতীয় মানবিক সম্পর্ক হইয়া উঠিতে পারে সুন্দর ও সুদৃঢ়। সেইরকম অবস্থায় নারী নির্যাতন তো বটেই সব ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কমিয়া আসিতে বাধ্য। আর তখনই ফলপ্রসূ ও সার্থক হইবে নারী শিক্ষার প্রসার।